দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ...

# বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অশানসংকেত

ত কয়েকদিন ধরেই বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি অস্বাভাবিক করে তোলার নান
পরতার খবর প্রকাশিত হচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয় হলসহ বিভি
াকা দখল করে নেয়া বা দখল বহাল রাখার সদম্ভ ঘোষণা জনমনে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। এই
ারজনক ঘোষণাগুলো আসছে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্বের মুখ থেকে। ছাত্র রাজনীতির নামে
ধরনের হিংসা ও দখলদারিত্বের মনোভাবের আমরা তীব্র নিন্দা করি। শিক্ষার পরিবেশকে বিঘ্নিত করা
ক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য সৃষ্টির পাঁয়তারা কোনভাবেই সমর্থন করা যায় না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত
ণের প্রাক্কালে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তোলার এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত উদ্বেগজনব
ং নিন্দনীয়।

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন মতে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বী বিভিন্ন ছাত্র সংগঠ
স্পরের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ ঘোষণা' করে 'রণ প্রস্তুতি' চালাচ্ছে। সম্ভাব্য রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কায়
লিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরে
ণ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম রয়েছে। উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-কর্মচারীর
তঙ্কিত হয়ে পড়ছেন। ইতোমধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষে
না ঘটেছে। আমাদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানিয়েছেন, গত সোমবার দুপুরে
শ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ এবং পুলিশের লাঠি চাে
পক্ষে ৬৫ জন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে ৯ জনের অবস্থা গুরুতর। ঘটনার সময় ফাঁকা গুলি
মাবাজি ও ভাঙচুরের ঘটনা ছাড়াও ছাত্রদল কর্মীরা রাজশাহী- ঢাকা মহাসড়ক এক ঘন্টার জন
রোধ করে রাখে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ১৬ জনকে গ্রেফতার করে। ছাত্রদল ঘটনার প্রতিবাদে
দের সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মুক্তির দাবিতে মঙ্গল ও বুধবার ক্যাম্পাসে দুই দিনের ছাত্র ধর্মঘা
হ্বান করে। সন্ত্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মঙ্গলবাে
ত্রদল কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শনের নামে উপাচার্যের বাসভবনে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেছে।

ছাত্র রাজনীতির নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে দখলদারিত্ব কায়েম করার অশুভ তৎপরতায় যারা মেতে উঠেে
দের শায়েস্তা করা অত্যন্ত জরুরি। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ প্রশাসনকে কঠো
মিকা পালন করতে হবে। কোনরকম শৈথিল্য প্রদর্শন কাম্য নয়। ছাত্ররাজনীতির নামে যার
ছৃঙ্খলতায় মেতে উঠেছে তাদের মনে রাখা দরকার যে বিশ্ববিদ্যালয় কোন গুণ্ডামি করার জায়গা নয়
ল, পুনর্দখলের মানসিকতা যারা লালন করে তাদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। বিশ্ববিদ্যাল
খাপড়ার স্থান। এখানে কোনরকম গুন্ডামি মস্তানিকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সু
রিবেশ যেন কোনমতেই বিঘ্নিত না হয় সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যা কিছু করার তার সবই করতে
ব।

ছাত্ররাজনীতির নামে পেশিশক্তির লড়াই অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ। যেসব ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মী
কহীন উন্মত্ত আচরণ করছে, শিক্ষাঙ্গনের সার্বিক পরিবেশকে বিষিয়ে তুলছে তাদেরও আমরা সংয
ত আহ্বান জানাই। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠনের অভিভাবক সংগঠনেরও দায়িত্ব রয়েছে। ছাত্রদে
স্ক দিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে রণাঙ্গনে পরিণত করার আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত থেকে রাজনৈতি
গুলোরও সরে আসার সময় এসেছে। হত্যা-খুন-সংঘাত-সংঘর্ষের রাজনীতি দিয়ে যে আখেরে কারে
ান উপকারই হয় না এই সত্য উপলব্ধি করার মতো পরিস্থিতি এখনো কি আসেনি?

আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেকোন ধরনের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে কঠোর এবং নিরপে
বস্থান গ্রহণ করুক। পুলিশকেও এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। সন্ত্রাসীরা
লরই হোক তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে যেন তারা পিছপা না হন। যারা অন্যায়ভাে
ক্ষাঙ্গনের পরিবেশকে কলুষিত করে চলেছে তারা 'ছাত্রনেতা' হিসেবে পরিচিতি পেতে পারে না। ব